R.H.

প্রশ্ন: সাংখ্য সৎকার্যবাদ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। (কার্য-কারণ তত্ত্ব) 10+2
এই মতবাদ পরিণামবাদী না বিবর্তবাদী?

→ কার্য কারণ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে দুটি প্রধান মতবাদ আছে — সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের বিদ্যমান থাকে। অসৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্য অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে না।

বৌদ্ধ ও ন্যায় দর্শনের অসৎকার্যবাদ স্বীকৃত / সমর্থিত। বৌদ্ধ মতে, কারণের মধ্যে কার্য নিহিত থাকে না, কেননা কারণ বিনষ্ট হলে তবেই কার্য উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কারণের অভাব থেকেই কার্যের উৎপত্তি হয়।

ন্যায়মতে উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে না, কার্য এক নতুন সৃষ্টি, নতুনের আরম্ভ। ন্যায়মতে কার্য উৎপত্তির পূর্বে কার্যের প্রাগভাব থাকে। প্রাগভাব ধ্বংস হলে কার্যের উৎপত্তি হয়। নৈয়ায়িকদের এই প্রকার অসৎকার্যবাদকে 'আরম্ভবাদ'ও বলা হয়।

সাংখ্য দর্শনে সৎকার্যবাদ সমর্থিত। সাংখ্য দর্শনে কার্য-কারণ তত্ত্বকেই সৎকার্যবাদ নামে অভিহিত করা হয়। কারণ ব্যতীত কোন কার্য ঘটা সম্ভব নয়। সাংখ্য

Scanned with CamScanner

দার্শনিকদের মতে, কার্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে তার উপাদান কারণের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

(কার্য কারণ সম্পর্ক বিষয়ে সাংখ্য দার্শনিকদের মূল কথা হলো, কারণ ও কার্য দুটিই সৎ। যেহেতু অসৎ বস্তু থেকে সৎ বস্তুর উৎপত্তি হতে পারে না। সৎ থেকে সৎ-এরই জন্ম হয় — "অতঃ সজ্জায়ত এব"।) (আবার সৎ বস্তুর অভাব কখনও সম্ভব নয়। দুধের মধ্যে দই ভিন্ন অবস্থায় থাকে বলেই দুধ থেকে দই হয়। দুধ ও দই অভিন্ন।)

(সৎকার্যবাদের সপক্ষে সাংখ্য দার্শনিকদের যুক্তি ঈশ্বরকৃষ্ণ তার 'সাংখ্য কারিকা' গ্রন্থে খুব সংক্ষেপে অথচ সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে কারিকাটি এখানে উল্লেখ করা হলো —

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্"।।

উৎপত্তির পূর্বে কার্য যে সৎ তার প্রমাণ হলো —

১) অসদকরণাৎ :- কার্য উৎপত্তি হবার পূর্বে যদি কারণের মধ্যে না থাকে তাহলে কারোর পক্ষেই কার্যকে উৎপন্ন করা সম্ভব নয়। কারণ, যা অসৎ তাকে উৎপন্ন করা যায় না। আকাশকুসুমের উৎপত্তি কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। সহস্র শিল্পীও আকাশ-কুসুমকে সৃষ্টি করতে বা নীলবর্ণকে পীতবর্ণ করতে পারে না।

উপাদান গ্রহণাৎ :- 'উপাদান' শব্দের অর্থ 'কারণ' আর 'গ্রহণ' শব্দের অর্থ কার্যের সঙ্গে সম্বন্ধ। উপাদান কারণের সাথে কার্যের নিয়ত বা বিশেষ সম্পর্ক আছে। কার্য ও কারণের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে উপাদানগত অভিন্নতা (তাদাত্ম্য) থাকে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হলে কারণ ও কার্যের মধ্যে এই অভিন্নতা সম্ভব হোতো না। নির্দিষ্ট উপাদান কারণ থেকেই নির্দিষ্ট কার্যের উৎপত্তি হয়। তিল থেকে তেল হয়, দুধ থেকে দই হয় — এর বিপরীত কখনই ঘটে না। দই প্রস্তুত হবার আগে দুধে তা প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে।

সর্বসম্ভবাভাবাৎ :- একমাত্র বিশেষ কারণ থেকেই বিশেষ কার্যের উৎপত্তি হতে পারে। কার্য যদি কারণের মধ্যে না থাকতো তাহলে সবকিছু থেকেই সবকিছুর উৎপত্তি হতে পারতো।

Scanned with CamScanner

কিন্তু তা হয় না। সুতো থেকে কাপড়ই হয়, তিল থেকে হয় তৈল। এর থেকে মনে হয় কার্য নিশ্চয় উপাদান কারণে কোনো না কোনো ভাবে থাকে। যদি তা না থাকতো তাহলে কুম্ভকার দুধ দিয়ে মৃৎপাত্র তৈরী করতে পারতো। কিন্তু তা হয়না। সুতরাং 'কার্যং সৎ'।

৪) শক্তস্য শক্যকারনাৎ :- সাংখ্য দার্শনিকদের মতে শক্য কারণের মধ্যেই কার্য শক্তি নিহিত থাকে। একটি কার্যের কার্যশক্তি যে কোনো কারণের মধ্যে নিহিত থাকতে পারে না, যে কোন কারণে যে কোনো কার্যশক্তি নিহিত থাকলে কার্য উৎপত্তির অব্যবস্থা দেখা দেয়। কারণে নিহিত শক্তির সাথে কার্যের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উৎপত্তির পূর্বে কার্য অসৎ হলে এই সম্বন্ধ হোতো না। সুতো থেকে বস্ত্র হয়, যেহেতু সুতোর মধ্যে বস্ত্র উৎপাদন করার শক্তি আছে। কিন্তু সুতো থেকে সিঁদুর উৎপন্ন হয় না।

৫) কারণভাবাচ্চ :- সাংখ্য দার্শনিকগন বলেন, উপাদান কারণ ও কার্য বস্তুত অভিন্ন। সুবর্ণ (সোনা) নির্মিত বলয় যেমন তার উপাদান সুবর্ন থেকে অভিন্ন তেমনি সকল ক্ষেত্রেই উপাদান ও তার কার্য অভিন্ন। কারনের ধর্মই কার্যে বর্তমান থাকে। কারন ও কার্য অভিন্ন বলেই কারণের স্বরূপ কার্যের স্বরূপ বলে প্রমানিত হয়। কার্য কারণে নিহিত না থাকলে এই অভিন্নতা সম্ভব হোতো না। সুতরাং "কার্যং সৎ"।

উপরিউক্ত যুক্তিগুলির সাহায্যে সাংখ্য দার্শনিকগন সৎকার্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

☐ সৎকার্যবাদের দুটি রূপ আছে - পরিনামবাদ ও বিবর্তবাদ।

(পরিনামবাদ অনুসারে কারন থেকে যখন কার্যের উৎপত্তি ঘটে তখন কারন প্রকৃত অর্থে কার্যে পরিনত হয়। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘট উৎপন্ন হয় তখন মৃত্তিকা প্রকৃতই ঘটে পরিনত হয়।) (S.Q) ঘট মৃত্তিকার যথার্থ পরিনাম। সাংখ্য দার্শনিকরা এই পরিনামবাদের সমর্থক।

(বিবর্তবাদ অনুসারে, কারন বাস্তবিক কার্যে পরিনত হয় না। কারন, কার্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম ঘটে তখন রজ্জু প্রকৃতপক্ষে সর্পে পরিনত হয়না। সর্পরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র।) (S.Q) অদ্বৈত বেদান্তীগন এই মত সমর্থন করেন।

Scanned with CamScanner